আজকের কাগজ

তারিখ 29 MAR 1993 পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

16

৩৬

# বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ও কোটা সংরক্ষণ

মুঈদ রহমান

দেশের প্রায় সবক'টি বিশ্ববিদ্যালয় এখন প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার ফলাফলও প্রকাশ করার সময় হয়ে এসেছে। যে কয়টি দিন তারিখ ও ফরম দেয়া নেয়ার পর্যায়ে আছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় তারই একটি। এখানে সতেরই মার্চ ফরম জমা নেয়ার শেষ তারিখ এবং সাতই এপ্রিল থেকে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবার কথা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এবং সেমতে কাজ-কর্মও চলছে। আজকের প্রসঙ্গটি একটি অভাবনীয় বিষয় নিয়ে, যা কোন কালে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটেছে কি-না তা অন্তত আমার ক্ষুদ্র স্মরণে নেই। 'দলীয় কোটায় ভর্তি।' তবে এবছরের নয়, গেল বছরের।

বিষয়টি অনেকের কাছেই বিশেষ গুরুত্ব নাও পেতে পারে। তার কারণ হলো, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বর্তমান সময়ে যে ধরনের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চলছে তাতে করে অনেক সুধীজনই বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে যে কোন প্রকার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন। আগ্রহ হারানোর এটিই একমাত্র কারণ নয়। এর মধ্যে আরো যোগ হয়েছে সেশন জট। চার বছরের কোর্স আট বছর সময় নেয়া। তবে যে কারণে আগ্রহ হারানো উচিত বলে আমরা মনে করি তা হলো- কি হবে ঐ উচ্চতর ডিগ্রী নিয়ে? আমাদের পরনির্ভরশীল ও সংকুচিত অর্থনীতি ঐ ডিগ্রীওয়ালাদের অন্নসংস্থানের জন্য কর্ম যোগান দিতে পারবে? আমাদের অর্থনীতির কি এই বোধটুকুন আছে যে- একজন পদার্থ বিজ্ঞানের ছাত্র এবং একজন বাংলা সাহিত্যের ছাত্রের কোথায় চাকুরী হওয়া উচিত? কিংবা ধর্মীয় শিক্ষা যে উৎপাদনমুখী শিক্ষা নয়? আমাদের নীতিনির্ধারকগণ কখনই পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থার ধার ধারেন না। উচ্চ শিক্ষা কেন প্রদান করা হচ্ছে, এর বিনিময়ে জাতি কতটুকুন উপকৃত হতে পারে কিংবা অর্থনীতির কোন খাতে আসলেই কতজন বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন তার কোন হিসেব-নিকেশ নেই। ভাবখানা এমন, পড়াশুনার সঙ্গে কর্মসংস্থানের কোন সম্পর্ক নেই, জ্ঞান হচ্ছে ক্ষুধার পরিপূরক। অতএব বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কি কি বিষয়ের উপর কতটুকুন জোর দেয়া উচিত কিংবা কোন কোন বিষয়ে কতজন ছাত্র ভর্তি করানো উচিত তার দিকে নজর দেবার দরকার নেই। টাকা দেবে 'গৌরী সেন'। যত খুশী ভর্তি করাও।

হ্যাঁ। কর্মসংস্থানের সংকটকালীন এই সময়েও বাঙালী অভিভাবকগণ চান তাঁদের সন্তান 'বিএ/এমএ' পাস করুক। পরের কথা পরে ভাবা যাবে। আগে পাস তো করুক! কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো এই হাজার হাজার শিক্ষিত বেকারের দেশে লাখ লাখ ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির স্বপ্নে ব্যাকুল। এইচএসসি পর্যায়েই দেখা গেছে সরকারী কলেজগুলোতে যতজন ভর্তি করা যাবে তারচে' বেশি এসএসসিতে প্রথম বিভাগে পাস করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা সেক্ষেত্রে সহজেই অনুমেয়। এখানে প্রতিযোগিতা যেন প্রতিযোগিতাকেও হার মানিয়েছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়েই দেখা গেছে গেল বছর অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রনীতি ও লোক প্রশাসন বিভাগে ভর্তি পরীক্ষার্থী ও ভর্তির সুযোগের অনুপাত ছিল প্রায় ২৮ : ১ (নিন্দুকেরা অবশ্য 'ক' ইউনিটের উদাহরণ টানতে পারেন, যেখানে আল-কুরান, আল হাদীস, তাওহীদ এবং আরবীভাষা ও সাহিত্য বিভাগ ছিল, সেখানে অনুপাতটি প্রায় ২ : ১)। ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর, রাজশাহী এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃশ্যতো আরো ভয়ংকর।

তো, এই ভয়ংকর অবস্থা মোকাবিলায় প্রতিবছরই অংশগ্রহণ করছেন আমাদের অভিভাবক ও ছাত্ররা। কর্মসূচী হিসেবে যা গ্রহণ করা হয়ে থাকে, তার মধ্যে আছে দিনরাত শিক্ষকদের পেছনে ঘোরাঘুরি করা, কোচিং ক্লাসের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং দিনরাত নিদ্রাহীনতায় ভোগা। শিক্ষকগণও তাঁদের ক্ষমতা নিজেরাই রহিত করেছেন। এখন প্রায় সবক'টি বিশ্ববিদ্যালয়েই মৌখিক পরীক্ষা তুলে দেয়া হয়েছে। খাতা দেখা হয় 'কোড' নাম্বার দিয়ে। অভিভাবকগণ যখন এরপরও অনুরোধের ঝুলি সামনে তুলে ধরেন তখন শিক্ষক মহোদয় বলেন- ফি আমানিল্লাহ। ওপরওয়ালার কাছে হাত তুলে দোয়া করুন। দিলে তিনিই দিতে পারেন। মা সরস্বতী কৃপা করলেই রক্ষে। তবে একথা ঠিক নয় যে- সব বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধুমাত্র মেধার যাচাইয়েই ভর্তি করা হচ্ছে। দু'একটি অনুরোধ, আবদারের ঘটনা অচিন্তনীয় নয়।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়াও এতদিন দেশের অপরাপর বিশ্ববিদ্যালয়ের মতোই ছিল। খুব বেশী অহংকারী যদি কেউ মনে না করেন তবে বলতেই হচ্ছে- ভুল এবং স্বজনপ্রীতি অনিয়ম যদি এক না হয় তাহলে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান দু'বছর আগেও যথেষ্ট সম্মানজনক পর্যায়ে ছিল। কিন্তু গত বছরের ভর্তি পরীক্ষার ব্যাপারে যা ঘটে গেল তা যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়, যে কোন দেশ এবং যে কোন সময়ের জন্যই বিস্ময়কর। একটু খোলাসা করেই বলা প্রয়োজন। বিষয়টি হেসে-খেলে উড়িয়ে দেবার মত নয়।

গত বছর দু'টি অনুষদের (সমাজ বিজ্ঞান ও মানবিক এবং ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামী শিক্ষা) বারোটি বিভাগে (সমাজ বিজ্ঞান ও মানবিক অনুষদ : হিসাব বিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি ও লোক প্রশাসন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য, আরবী ভাষা ও সাহিত্য এবং ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি। ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামী শিক্ষা অনুষদ : আল কুরআন, উলুমুত তাওহীদ ওয়াদদাওয়া, আল্ হাদীস এবং আইন ও মুসলিম বিধান) মোট ৭২০ (১২X৬০) জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ভর্তি পরীক্ষাও হয়েছে। সেই ভর্তি পরীক্ষায় কৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তিও করানো হয়েছে। যথারীতি ক্লাসও শুরু হয়েছে। শিক্ষকরা পাঠদান ও ছাত্র-ছাত্রীরা পাঠ গ্রহণও শুরু করেছে। মাঝপথে ব্যাঘাত ঘটালেন কর্তৃপক্ষ। ভর্তি পরীক্ষার বাইরেও ভর্তি করানোর ব্যবস্থা করলেন।

আগেই বলেছি, ধোয়া তুলসি পাতার সন্ধান আমরা এই সময়ে কেউ আর করছি না। দেন-দরবার, তয়-তদবির আমাদের দেশে, আমাদের জীবনে 'অক্সিজেনের' পরের স্থানটি দখল করে আছে। এটা অনেকটাই সহনীয় ব্যাপার হয়ে গেছে। কিন্তু তার কোন মাত্রা থাকা বাঞ্ছনীয় নয়? প্রকৃত অর্থেই যাঁরা নীতিবান তাঁরা হয়তো বলবেন- তদবির মানেই বাজে বিষয় তার আবার মাত্রা কিসের? খাঁটি কথা। অমন লোকের সংখ্যা কত! আমরা অনেকেই ঐ নিখাদ চরিত্র থেকে বিদায় নিয়েছি বহুকাল আগেই। তারপরও মনে করি এর একটা মাত্রা থাকা উচিত। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা সকল মাত্রাকে ছাড়িয়ে গেছে। কর্তৃপক্ষ শুরুটা করলেন এভাবে- প্রথমে খেলোয়াড়, শিল্পী হিসেবে কিছু ভর্তি করালেন। দ্বিতীয় কিস্তিতে করালেন 'স্থানীয় কোটা' হিসেবে। আমাদের জানামতে শিক্ষা বৈষম্য রোধকল্পে এখন আর কোন প্রকার কোটা পদ্ধতি কোথাও চালু নেই। এখানে একটু বলে রাখা ভালো এসব ভর্তিগুলো হচ্ছে নির্ধারিত ৭২০ জনের অতিরিক্ত। তৃতীয় পর্যায়ে এসে কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বকালের নিয়ম-রীতিকে মাটিতে শুইয়ে দিলেন। 'দলীয় কোটা'। শুনেছেন কি কেউ কখনো, কোথাও, স্বপ্নে বা বাস্তবে? বিরোধীদল অনেক সময় অভিযোগ করেন যে- এই সরকার সবক্ষেত্রে দলীয়করণ করছেন। কিন্তু তার লিখিত প্রমাণ হয়তো পাওয়া যাবে না। আর এখানে কর্তৃপক্ষ দস্তুরমত লিখিতভাবে করেছেন। পার্থক্য হলো এখানে 'একক দলীয়করণ' না করে 'বহুদলীয় করণ' করেছেন। সম্পূর্ণ অবৈধভাবে, শিক্ষার পরিবেশকে বিনষ্ট করার লক্ষ্যে অতিরিক্ত আরো ৬৬ জন ছাত্র ভর্তি করানোর সিদ্ধান্ত কিছুদিন আগে গৃহীত হয়। জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল পাবে ২৯, ইসলামী ছাত্র শিবির ১৭, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (ম-ই) ১২, ছাত্র মৈত্রী ৪, ছাত্র ইউনিয়ন ১ এবং অন্যান্য ৩। এই 'অন্যান্যের' মধ্যে নাকি কুষ্টিয়া বাস মালিক সমিতিরও ভাগে আছে ১টি (দুষ্টু লোকেরা বলছে সার্টিফিকেট ছাপানো থাকলে তাও নাকি দেবার চিন্তা করতো)। আবারও বলছি এটা এবছরের ভর্তি বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয় নয়, গেলবারের অর্থাৎ যে ব্যাচ গত নয় মাস যাবৎ ক্লাস করছে। উল্লেখ্য, নীতিগতভাবে শতকরা ৯৯ জন শিক্ষক এ ধরনের ভর্তির বিরোধিতা করেছে। তারপরও এমনটি হলো কেন? হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী যেখানে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশ নিয়ে 'সিট ক্যাপাসিটি'র কারণে ভর্তি হতে পারছে না সেখানে এমন একটি সিদ্ধান্ত কিভাবে কর্তৃপক্ষ নিলেন? নিয়েছেন এভাবে-

আজ থেকে আটমাস আগে উপাচার্য মহোদয় জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ২৫ জন ছাত্র ভর্তির ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন থেকেই শিক্ষক ও ছাত্রদের কাছ থেকে তিনি কোন উৎসাহ পাননি বরং নিরুৎসাহই পেয়ে এসেছেন। পরবর্তী সময়গুলোতে চলে ধীরস্থির প্রক্রিয়া। এক সময় তিনি ছাত্রলীগ, ছাত্র মৈত্রী, ছাত্র ইউনিয়নকেও দু'একটি দেবার প্রস্তাব করেন। শিবির এর বিরোধিতা করলে প্রথম দিকে মনে হয়েছিল বিষয়টি নীতিগত দিক। কিন্তু যখন তাদেরকেও ২৫টি দেবার প্রস্তাব দেয়া হলো তখন শিবির রাজী হওয়াতে পরিষ্কার হয়েছে যে আসলে বিষয়টি ভাগাভাগির পর্যায়ে ছিল। ব্যাস দর কষাকষি করে পরে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন কর্তৃপক্ষ। তাহলে শিক্ষকরা কি করলেন?

এই ব্যাপারে সাধারণ শিক্ষকদের কোন মতামত নেননি। দু'একজনকে ব্যক্তিগতভাবে জিজ্ঞেস করেছেন এবং তাতে তিনি সন্তোষজনক উত্তর পাননি। তিনি তাঁর প্রশাসনিক শক্তি দিয়েই এর সমাধান করতে চেয়েছেন। এখন কথা হচ্ছে যে- উপাচার্যতো তাঁর কোন আত্মীয় স্বজনকে ভর্তি করাননি। তিনি এ ব্যাপারে কেন উদ্যোগ নিলেন? এ প্রশ্নটি তাঁকে বহুবার করা হয়েছে। শিক্ষকদের কেউ কেউ তাঁকে এমন প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন যে- এই অবৈধ ভর্তি করা থেকে আপনি বিরত থাকুন, সকল শিক্ষক আপনাকে সহযোগিতা করবেন- তিনি অত্যন্ত শান্তভাবে উত্তর দিয়েছেন, ভর্তি না করাতে পারলে আমার 'পদ' থাকবে না। কথাবার্তায় যা প্রকাশ করেছেন তা হলো- 'উপরের' চাপ।

কোন ব্যক্তির পদে থাকা-না থাকা নিয়ে একটি বিশ্ববিদ্যালয় কি চলতে পারে? একজন উপাচার্যের সময়কাল মাত্র চার বছর। বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট সময়কালের তুলনায় এই অংশ বিন্দু পরিমাণ নয় কি? এই অনিয়ম কি 'রেওয়াজে' পরিণত হবে না! আর সেই পরিণতির ফল কি সুখকর হবে?

গত শুক্রবারে দূরদর্শন থেকে প্রচারিত 'দি ওয়ার্ল্ড দিস্ উইক'-এ দেখলাম দক্ষিণ কোরিয়ার তিনজন মন্ত্রী দুর্নীতির কারণে বরখাস্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজনের অপরাধ ছিল- তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় তাঁর অকৃতকার্য কন্যাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করানোর ব্যাপারে প্রভাব বিস্তার করেছেন। আমরা অমন ব্রাহ্মণের (যিনি এই অপরাধের যে শাস্তি দিয়েছেন) সাক্ষাৎ পাবো না জানি। তাই বলে কি এই ধরনের দলীয় কোটার প্রবর্তনও হাসি মুখে মেনে নেব?

দুর্মূল্যের বাজারে ভর্তি হওয়ার অবৈধ ইচ্ছার চাইতে ভর্তি করানোর অবৈধ ইচ্ছাটা অনেক বড় অপরাধ। উপাচার্যের মতো একটি সম্মানীয় 'পদ' যদি এইভাবে রক্ষা করতে হয় তবে বলাই বাহুল্য যে- ঐ পদের 'সম্মানটি' এইভাবে রক্ষা করা যাবে না। বিষয়টি যতটা না ক্ষোভের তারচে' বেশী ভাবনার। কারণ ক্ষোভের মাত্রা এটা অনেক আগেই ছাড়িয়ে গেছে।

মুঈদ রহমান : প্রভাষক, অর্থনীতি বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।